The Daily Observer

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় র‍্যালি বের করা হয়। এ সময় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য এ র‍্যালির উদ্বোধন করেন

সময়ের আলো

Victory rally held at DU

DU Correspondent

The Dhaka University (DU) authorities held a colourful victory rally on the campus on Sunday.

Marking the beginning of the victory month, December, Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan inaugurated the rally by releasing pigeons and balloons.

The rally began at Aparajeyo Bangla and ended at Smriti Chironton Square after passing through TSC.

Speaking at the rally, Prof Khan paid tributes to the martyrs of the Liberation War and highlighted significance of the recent July Uprising.

He called on teachers, students, officers and employees of the university to remain united and work towards for the country's progress.

Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Sayema Haque Bidisha, senate and syndicate members, deans, hall provosts, directors, department heads, teachers, students, alumni and staff of the university attended the rally.

The Financial Express

DU teachers, staff bring out victory procession

Dhaka University (DU) teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory, reports UNB.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion.

The procession, led by the Vice-Chancellor, started from the Oporajeyo Bangla monument, proceeded through TSC (Teacher-Student Center), and concluded at the Smriti Chironton Square.

University's Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Syama Haque Bidisha, Senate and Syndicate members, Registrar, Deans of various faculties, hall provosts, Proctor, Directors of various institutes, Department Chairs, teachers from different halls, students, alumni, and staff also joined.

In a brief speech, Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the Liberation War.

He said this year's Victory Day celebration holds significant importance in the context of the recent student-led mass uprising.

Recalling the victims of the July movement he said the people of Bangladesh, especially the students contributed greatly to the formation of a new Bangladesh.

He called upon the university's faculty, students, and alumni to work together in unity to overcome all challenges and contribute to the country's progress.

The procession concluded with the performance of the national anthem and patriotic songs under the supervision of the Dhaka University Music Department at the Smriti Chironton Square.

কালের কণ্ঠ

বিজয়ের মাসের প্রথম দিন গতকাল শান্তির পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বিজয় শোভাযাত্রা বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

ইনকিলাব

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় র‍্যালি বের করা হয়। এ সময় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য এ র‍্যালির উদ্বোধন করেন

সময়ের আলো

বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাবিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

ঢাবি প্রতিনিধি

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি করা হয়েছে। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য এই র‍্যালি উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগের চেয়ারম্যান, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদানকে স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

The Bangladesh Today

Dhaka University teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory. Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion.
Photo: Courtesy

DU teachers, staff bring out victory procession

DHAKA: Dhaka University teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory. Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion, reports UNB.

The procession, led by the Vice-Chancellor, started from the Oporajeyo Bangla monument, proceeded through TSC (Teacher-Student Center), and concluded at the Smriti Chironton Square.

University's Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Syama Haque Bidisha, Senate and Syndicate members, Registrar, Deans of various faculties, hall provosts, Proctor, Directors of various institutes, Department Chairs, teachers from different halls, students, alumni, and staff also joined.

In a brief speech, Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the Liberation War.

He said this year's Victory Day celebration holds significant importance in the context of the recent student-led mass uprising.

Recalling the victims of the July movement he said that the people of Bangladesh, especially the students contributed greatly to the formation of a new Bangladesh.

He called upon the university's faculty, students, and alumni to work together in unity to overcome all challenges and contribute to the country's progress.

The procession concluded with the performance of the national anthem and patriotic songs under the supervision of the Dhaka University Music Department at the Smriti Chironton Square.

ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি'

ঢাবি সংবাদদাতা : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়েছে। রোববার (১ ডিসেম্বর) সকালে অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে শুরু হয়ে ঢাবির টিএসসির শিখা চিরন্তন চত্বরে এসে এই র‍্যালি শেষ হয়।

র‍্যালিতে ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

টিএসসিতে বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদান স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

02 December 2024

সময়ের আলো

বিজয়ের মাসের প্রথম দিন গতকাল শান্তির পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বিজয় শোভাযাত্রা বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাবিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

● ঢাবি প্রতিনিধি

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি করা হয়েছে। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য এই র‍্যালি উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগের চেয়ারম্যান, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদানকে স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

The New Age

The Dhaka University administration brings out a procession to mark the month of victory on the university campus on Sunday. —New Age photo

Victory procession held on DU campus

DU Correspondent

THE administration of Dhaka University on Sunday staged a victory procession marking the month of victory on the campus of the university.

The DU vice-chancellor Professor Niaz Ahmad Khan inaugurated the procession releasing pigeons and balloons on the campus.

The university's pro-VC for administration Professor Sayema Haque Bidisha, proctor Saifuddin Ahmed, senate and syndicate members, deans of various faculties, provosts of different halls, directors of various institutes, chairpersons of various departments, students, alumni, staff, and employees, among others, participated in the rally.

Led by the VC, the rally started from the basement of Aparajeyo Bangla, and ended on the Memory Eternal premises.

On the occasion, Niaz Ahmad Khan delivered a brief speech paying respect to the eternal memory of the martyrs who sacrificed their lives in the War of Independence.

He stated that the celebration of this year's victory month held immense significance in light of the recent mass uprising of students and the public.

Recalling the contributions of those who led various mass movements for people's rights and those who sacrificed their lives in the July-August uprising, he said, 'There is no scope for us to turn back. We are determined to continue this trajectory of victory.'

The rally concluded with the performance of national anthem and patriotic songs under the supervision of the DU music department.

কালবেলা

ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাবিতে বিজয় র‍্যালি

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

মহান বিজয় দিবস উদযাপনে ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে একটি বিজয় র‍্যালি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল রোববার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এই র‍্যালি উদ্বোধন করেন।

র‍্যালিতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের মাধ্যমে র‍্যালির কর্মসূচি শেষ হয়।

ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে বিজয় র‍্যালি করা হয় ›› কালবেলা

আমাদের সময়

ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ এগিয়ে নিতে হবে

নিয়াজ আহমদ খান *উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সব বাধাবিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল রবিবার ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। উপাচার্য পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৫

ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

ঢাবি উপাচার্য বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সব বাধাবিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান (মুক্তির গান ও বিজয়ের গান) পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিজয় র‍্যালির কর্মসূচি শেষ হয়। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

● ঢাবি প্রতিবেদক

বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি'

ঢাকা প্রতিনিধি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়েছে। রোববার সকালে অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে শুরু হয়ে ঢাবির টিএসসির শিখা চিরন্তন চত্বরে এসে এই র‍্যালি শেষ হয়। র‍্যালিতে ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

টিএসসিতে বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদান স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সব বাধাবিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে ঢাবি সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান (মুক্তির গান ও বিজয়ের গান) পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিজয় র‍্যালির কর্মসূচি শেষ হয়।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বিজয়ের মাসের প্রথম দিন রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ক্যাম্পাসে বের হয় বিজয় র‍্যালি । প্রবা ফটো

হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হলো জাতীয় সংগীত

বিজয়ের মাস

প্রবা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বিজয়ের মাস স্মরণে গতকাল রবিবার রাজধানীসহ সারা দেশে হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে জাতীয় সংগীত, বেজেছে গৌরবের সুর-সংগীত, হয়েছে পতাকা মিছিল। ডিসেম্বরের প্রথম দিনেই হাজারো কণ্ঠে ধারণকৃত জাতীয় সংগীত প্রকাশ ও প্রচার করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যাত্রা শুরু করে সাংস্কৃতিক শিক্ষায়তন ছায়ানট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও গতকাল ডিসেম্বরের প্রথম প্রভাত উদযাপন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের গান ও নৃত্যের তালে তালে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে বের করা হয় বিজয় র‍্যালি। সারা দেশে পতাকা মিছিল করেছে সিপিবি, মুক্তিযোদ্ধা দিবস পালন করেছে জাসদ।

আজ ২ ডিসেম্বর। মহান একাত্তরে বিজয়ের মাসের এই দ্বিতীয় দিনে মুক্তিবাহিনী যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন থানা দখল করে। এদিন সিলেটে মুক্তিযোদ্ধারা অপ্রতিহত গতিতে মৌলভীবাজারে শমসেরনগর বিমানবন্দর এলাকার কাছাকাছি চলে আসেন। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী দখল করার পর মুক্তিযোদ্ধারা ঘিরে ফেলে লালমনিরহাট বিমানবন্দরকে। চুয়াডাঙ্গার দখল নিতে মরণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন তারা।

হাজারো কণ্ঠে ছায়ানটের জাতীয় সংগীত প্রচার

ছায়ানটের শিল্পীরা গতকাল নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, কণ্ঠশীলন ও ব্রতচারীর সহযোগিতায় রেকর্ড করা হাজারো কণ্ঠে গীত জাতীয় সংগীত প্রচার করেছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষে গান প্রকাশের এ উদ্যোগের তারা নাম দিয়েছে 'জাগরণী'। ডিসেম্বরের প্রতিদিন সকালে একযোগে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স ও ইউটিউব চ্যানেলে একটি করে দেশের গান বা কন্টেন্ট প্রকাশ ও প্রচার করবে ছায়ানট।

ঢাবিতে পদক্ষেপ বাংলাদেশের অনুষ্ঠান

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সড়কদ্বীপের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা সড়ক দ্বীপে জাতীয় সংগঠন ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'বিজয় মাসের প্রথম প্রভাত' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পদক্ষেপ বাংলাদেশ।

মুক্তিযোদ্ধা দিবস পালন করল জাসদ

ডিসেম্বরের প্রথম দিন মুক্তিযোদ্ধা দিবস পালন করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ। দিবস উপলক্ষে গতকাল রবিবার ভোরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সকাল ৯টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনে। এ ছাড়া রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভার।

পতাকা মিছিল করল সিপিবি

দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অংশ নিয়েছিল, বিজয়ের ৫৩ বছরেও তার বাস্তবায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সিপিবি সভাপতি মো. শাহ আলম। গতকাল রবিবার বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) আয়োজিত পতাকা মিছিল ও সমাবেশে শাহ আলম এসব কথা বলেন। পতাকা মিছিলটি পার্টির পুরানা পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়। শেষ হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে গিয়ে।

ঢাকার বাইরেও সারা দেশে সিপিবি পতাকা মিছিল করেছে। খুলনায় জাতীয় পতাকা ও সমাবেশে অংশ নিয়ে দলটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর নানা শক্তি নানা তৎপরতা চালিয়েছিল। ৫৩ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের পরও তৎকালীন সময়ের আন্দোলনরতদের স্বাক্ষরকৃত রূপরেখা আচরণবিধি বাস্তবায়ন করা যায়নি।

আজকের পত্রিকা

মহান বিজয়ের মাস শুরুর প্রথম দিন গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রার আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিজয় শোভাযাত্রাটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খোলা কাগজ

বিজয় মাস উপলক্ষে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয় —খোলা কাগজ

সমকাল

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শোভাযাত্রা — সমকাল

জনকণ্ঠ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' —জনকণ্ঠ

The Bangladesh Post

DU teachers, employees bring out victory procession

UNB, Dhaka

Dhaka University teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion.

The procession, led by the Vice-Chancellor, started from the Oporajeyo Bangla monument, proceeded through TSC (Teacher-Student Center), and concluded at the Smriti Chironton Square.

University's Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Syama Haque Bidisha, Senate and Syndicate members, Registrar, Deans of various faculties, hall provosts, Proctor, Directors of various institutes, Department Chairs, teachers from different halls, students, alumni, and staff also joined.

In a brief speech, Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the Liberation War.

He said this year's Victory Day celebration holds significant importance in the context of the recent student-led mass uprising.

Recalling the victims of the July movement he said that the people of Bangladesh, especially the students contributed greatly to the formation of a new Bangladesh.

He called upon the university's faculty, students, and alumni to work together in unity to overcome all challenges and contribute to the country's progress.

The New Nation

DU teachers, staff hold victory procession

City Desk

Dhaka University teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion, reports UNB.

The procession, led by the Vice-Chancellor, started from the Oporajeyo Bangla monument, proceeded through TSC (Teacher-Student Center), and concluded at the Smriti Chironton Square.

University's Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Syama Haque Bidisha, Senate and Syndicate members, Registrar, Deans of various faculties, hall provosts, Proctor, Directors of various institutes, Department Chairs, teachers from different halls, students, alumni, and staff also joined.

In a brief speech, Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the Liberation War.

He said this year's Victory Day celebration holds significant importance in the context of the recent student-led mass uprising.

Recalling the victims of the July movement he said that the people of Bangladesh, especially the students contributed greatly to the formation of a new Bangladesh.

He called upon the university's faculty, students, and alumni to work together in unity to overcome all challenges and contribute to the country's progress.

The procession concluded with the performance of the national anthem and patriotic songs under the supervision of the Dhaka University Music Department at the Smriti Chironton Square..

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Daily Sun

Teachers and students of Dhaka University take out a procession on the campus on Sunday, marking the Victory Day-2024. -KAMRUL ISLAM RATAN

The Asian Age

Dhaka University teachers, staff bring out victory procession

AA News Desk

Dhaka University teachers and staff brought out a procession on the campus on Sunday, marking the month of Victory.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan released doves and balloons to mark the occasion.

The procession, led by the Vice-Chancellor, started from the Oporajeyo Bangla monument, proceeded through TSC (Teacher-Student Center), and concluded at the Smriti Chironton Square, UNB reports.

University's Pro-Vice-Chancellor (Administration) Professor Dr. Syama Haque Bidisha, Senate and Syndicate members, Registrar, Deans of various faculties, hall provosts, Proctor, Directors of various institutes, Department Chairs, teachers from different halls, students, alumni, and staff also joined.

In a brief speech, Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the Liberation War.

He said this year's Victory Day celebration holds significant importance in the context of the recent student-led mass uprising. Recalling the victims of the July movement he said that the people of Bangladesh, especially the students contributed greatly to the formation of a new Bangladesh.

He called upon the university's faculty, students, and alumni to work together in unity to overcome all challenges and contribute to the country's progress.

The procession concluded with the performance of the national anthem and patriotic songs under the supervision of the Dhaka University Music Department at the Smriti Chironton Square.

যুগান্তর

ঢাবিতে বর্ণাঢ্য 'বিজয় শোভাযাত্রা'

ঢাবি প্রতিনিধি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় শোভাযাত্রা' হয়েছে। রোববার সকালে অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে শুরু হয়ে ঢাবির টিএসসির শিখা চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়।

এতে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

টিএসসিতে বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোভাযাত্রা যুগান্তর

ঢাবিতে বর্ণাঢ্য 'বিজয় শোভাযাত্রা'

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদান স্মরণ করে উপাচার্য বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সব বাধাবিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি'

● আলোকিত ডেস্ক

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়। গতকাল রোববার সকালে অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে শুরু হয়ে ঢাবির টিএসসির শিখা চিরন্তন চত্বরে এসে এই র‍্যালি শেষ হয়। র‍্যালিতে ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। টিএসসিতে বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার

গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণজাগরণে নেতৃত্বদানকারীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের অবদান স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়ে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছে। এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সব বাধাবিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে ঢাবি সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান (মুক্তির গান ও বিজয়ের গান) পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিজয় র‍্যালির কর্মসূচি শেষ হয়।

মানবকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে গতকাল বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালির উদ্বোধন করেন উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান —মানবকণ্ঠ

নেতৃত্বে উপাচার্য

ঢাবিতে নতুন উদ্দীপনায় বিজয় র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদক

একাত্তরের ডিসেম্বরে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে আত্মপরিচয় লাভ করে বাঙালি। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের শুরুর দিনেই বিজয় র‍্যালি বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রশাসন। সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন উদ্দীপনায় এবারের ১৬ ডিসেম্বর উদযাপন করবে দেশের মানুষ।

বিজয়ের মাসে নানা আয়োজন প্রায় প্রতিবছরই থাকে ঢাবিতে। তবে এবারের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ হয়তো দেখা যায়নি বহুদিন। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির বাইরে এসে বিজয় র‍্যালিতে অংশ নেন প্রায় প্রতিটি হলের ছাত্র-ছাত্রী। গতকাল রবিবার সকালে ঢাবির অপরাজেয় বাংলার সামনে বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমদ খান। পরে তার নেতৃত্বে রগ্যালিটি স্মৃতি চিরন্তনী চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এবারের বিজয়ের তাৎপর্য অন্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি উল্লেখ করে সবাইকে এক হয়ে দেশ ও জাতির জন্যে কাজ করার আহ্বান জানান ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, নানামুখী বাধা এবং ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতে, এবারের বিজয় র‍্যালি ৭১ আর ২৪-কে একই সূত্রে গেঁথেছে। তবে এই ধারা অব্যাহত রাখতে বিপ্লবের চেতনা মাথায় রেখে দেশ গড়তে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার তাগিদ তাদের। আর জুলাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলছে, এমন আয়োজনে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চব্বিশের বিজয়েরই প্রতিফলন। বিজয়ের ৫৩ বছরে নতুন করে গড়ে উঠবে সর্বসাধারণের স্বপ্নের বাংলাদেশ, এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

The Bangladesh Post

DU Ranks first among Bangladeshi institutions in QS Asia Rankings

Education Desk

Dhaka University (DU) has secured the top spot in Bangladesh and advanced 28 places in the latest QS Asia Rankings, now ranking 112th.

The 2024 rankings, published on November 6, evaluated 984 universities across the continent, highlighting DU's growing academic reputation. Peking University in China topped the rankings, followed by the University of Hong Kong. Among the 29 universities from Bangladesh included in the rankings, none made it into the top 100, underscoring DU's dominant position in the country's higher education sector.

The QS Asia Rankings, compiled by the UK-based Quacquarelli Symonds (QS), assess universities based on a range of factors, including academic reputation, employer reputation, research cita-

tions, and the proportion of faculty with PhDs. DU's significant rise reflects its increasing focus on research, faculty development, and international collaborations.

This year's rankings showcase DU's commitment to academic excellence and research. The university's steady rise in the QS Asia Rankings positions it as a key player in South Asia's higher education scene, setting the stage for future growth and global recognition.

ভোরের ডাক

কিউএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং

২৮ ধাপ এগিয়ে দেশসেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা ধরনের র‍্যাঙ্কিং করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কিউএস সম্প্রতি তাদের ওয়েবসাইটে মহাদেশভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১১২তম। গত বছর এ অবস্থান ছিল ১৪০তম। সে হিসাবে এবারের র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ ধাপ এগিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি এ কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ বছর কিউএস সাসটেইনেবিলিটি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৩৪তম স্থান অর্জন করেছে। সম্প্রতি এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ৬ নভেম্বর এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে কিউএস। প্রতিবছরের নভেম্বরের শুরুতে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এশিয়ার সেরা ৯৮৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি (বেইজিং)। দ্য ইউনিভার্সিটি অব হংকং তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। র‍্যাঙ্কিংটি প্রধানত ১১টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

২৮ ধাপ এগিয়ে দেশসেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : এর মধ্যে একাডেমিক কার্যক্রম, পিএইচডিধারীর সংখ্যা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে।

কিউএস প্রতিবছর কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক একটি র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা, উদ্ভাবন, চাকরিতে স্নাতকদের কর্মক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাফল্য, আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক, গবেষণা প্রবন্ধের সাইটেশন, পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সংখ্যা, আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপাত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী বিনিময়ের হার বিবেচনা করে এ তালিকা তৈরি করা হয়। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশনের সঙ্গে যৌথভাবে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করলেও ২০১০ সালে আলাদা হয়ে যায় কিউএস। এর পর থেকে আলাদাভাবে র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে আসছে তারা। কিউএসের প্রকাশিত সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য র‍্যাঙ্কিংগুলোর একটি তালিকা মনে করেন অনেকে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

02 December 2024

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শনিবার সন্ধ্যায় জগন্নাথ হল পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন -বর্তমান

ঢাবি উপাচার্যের জগন্নাথ হল পরিদর্শন

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান ভিসির

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শনিবার সন্ধ্যায় জগন্নাথ হল পরিদর্শন করেছেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুলাহ্-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে উপাচার্য দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এইদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সৌহার্দ্য বিতর্ক প্রতিযোগিতাঃ সৌহার্দ্যের আলো ছড়াতে গত ২৮ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ হলে '২য় সৌহার্দ্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা' শুরু হয়। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২টি বিতর্ক দল এতে অংশগ্রহণ করে। জগন্নাথ হল বিতর্ক ক্লাব 'বিতর্ক-একটি তার্কিক সংগঠন' এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে স্কুল-কলেজ পর্যায়ের বিতর্কে ২৬টি দল অংশ নেয়। গতকাল ৩০ নভেম্বর শনিবার উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ৩৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

এ প্রতিযোগিতায় বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্কে মাতেন বিতার্কিকরা। আজ ১ ডিসেম্বর জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে '২য় সৌহার্দ্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৪' এর সমাপনী অনুষ্ঠান।

নয়া দিগন্ত

ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাবিতে বিজয় র‌্যালি

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

মহান বিজয় দিবস উদযাপনে ডিসেম্বরের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে একটি বিজয় র‌্যালি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল রোববার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এই র‌্যালি উদ্বোধন করেন।

র‌্যালিতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‌্যালিটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু করে টিএসসি হয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের মাধ্যমে র‌্যালির কর্মসূচি শেষ হয়।

নয়া দিগন্ত

ঢাবি জগন্নাথ হলে অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা

ঢাবি প্রতিনিধি

দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি অশান্তি সৃষ্টির পটভূমিতে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জগন্নাথ হলকে কেন্দ্র করে সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। এ আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি ভার্চুয়াল মিটিং করেছে। মিটিংয়ে অংশ নিয়ে ঢাবি উপাচার্য যে কোনো পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

রাত সাড়ে ১০টায় জরুরি ভার্চুয়াল মিটিং শুরু হয়। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী মিটিংয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ অংশ নেন। ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মধ্যে ছাত্রদলের ঢাবি সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, শিবিরের ঢাবি সভাপতি আবু সাদিক কায়েম, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর ঢাবি সভাপতি নুজিয়া হাসিন রাশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক, ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি মেঘমল্লার বসু প্রমুখ অংশ নেন। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

ঢাবি জগন্নাথ হলে অশান্তি সৃষ্টির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মজুমদারও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হলে মুসলিম শিক্ষার্থী ছাড়াও অন্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা বসবাস করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানান, শনিবার রাতের জরুরি ভার্চুয়াল মিটিংয়ে মূলত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হয়েছে—একটি গোষ্ঠী দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে বলা হয়েছে এবং সবার মতামত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিবিরের ঢাবি সভাপতি আবু সাদিক কায়েম যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে অনলাইন মিটিংয়ে বসেছিল ঢাবি প্রশাসন। সেখানে শিবিরের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো প্রোপাগান্ডা চিহ্নিত করে ফ্যাক্ট চেক করা, প্রোপাগান্ডা রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া ওয়ার্ল্ড রিলিজন অ্যান্ড কালচার বিভাগ থেকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সপ্তাহ' ঘোষণা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক জোরদার করা ও মসজিদগুলোর ইমামদের খুতবায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কথা বলার বিষয়ে প্রস্তাব ওঠে। ছাত্রদলের ঢাবি সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ইসকনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্টের একটা চেষ্টা চলেছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি আমরা। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো প্রয়োজনে আমরা সহযোগিতা করতে রাজি আছি।

The Daily Observer

DU admin urges all to maintain communal harmony

DU Correspondent

The Dhaka University (DU) administration on Saturday night held a virtual meeting with leaders of various student organisations and urged them to prevent religious incitement, maintaining social and communal harmony and combating misinformation on social media.

Presiding over the meeting, Vice Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan requested the student leaders to play a responsible role in any situation and emphasised the importance of raising public awareness to maintain social and communal peace.

The meeting was attended by Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Sayema Haque Bidisha, Proctor Saifuddin Ahmed, Convener of Provost Standing Committee Abdullah-Al-Mamun and student leaders of various organisations including Anti-Discrimination Student Movement, Bangladesh Jatiyatabadi Chhatra Dal, Bangladesh Islami Chhatra Shibir, Bangladesh Chhatra Union, Socialist Student Front and Revolutionary Student Unity, among others.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

02 December 2024

সময়ের আলো

জগন্নাথ হলকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের আশঙ্কা

ঢাবি ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে বসল প্রশাসন

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে–এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হয়ে ঘণ্টাখানেক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে এ ভার্চুয়াল সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। উপাচার্য যেকোনো পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বৈঠকের বিষয়ে সভায় উপস্থিত একটি ছাত্রসংগঠনের সভাপতি সময়ের আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের বলেছে তাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে, জগন্নাথ হলকে ঘিরে একধরনের উসকানি রয়েছে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। উপাচার্য ও প্রক্টর মূলত এ বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন তারা কী করতে পারে। সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনেক সংগঠন নানা পরামর্শ দিয়েছে। এর মধ্যে অনলাইনে প্রোপাগান্ডা চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক ফ্যাক্ট চেক করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সপ্তাহ' ঘোষণা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক জোরদার করা ও মসজিদগুলোর ইমামদের খুতবায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কথা বলার বিষয়ে প্রস্তাব ওঠে।

> যেকোনো পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জনসচেতনতা জরুরী

এই শীর্ষ নেতা আরও জানান, কোনো ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি যেন না হয়, সেজন্য হলের প্রভোস্ট এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় করার বিষয়টিও বৈঠকে উঠে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তাবগুলোতে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

বৈঠকের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সময়ের আলোকে বলেন, আমরা প্রায়ই ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে বসি। গতকাল বিভিন্ন সূত্র থেকে আমাদের মনে হয়েছে, কিছু বিষয় আছে ছাত্রসংগঠনগুলোকে জানানো দরকার। ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের পরামর্শ চেয়েছি। মূলত আমরা তাদের মতামত জানতে চেয়েছি। তারা কী ভাবছে, তাদের কোনো পরামর্শ আছে কি না।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আবদুলাহ্-আল-মামুন।

ছাত্রসংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবু সাদিক কায়েম, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নুজিয়া হাসিন রাশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মেঘমল্লার বসু ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার প্রমুখ।

জনকণ্ঠ

ঢাবি জগন্নাথ হল ঘিরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় জরুরি সভা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পটভূমিতে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জগন্নাথ হলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে এ তথ্য ঢাবি প্রশাসনের কাছে পৌঁছালে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে জরুরি ভার্চুয়াল সভা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শনিবার রাতে ভার্চুয়ালি এ মিটিং হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। ছাত্রসংগঠনের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের ঢাবি সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, শিবিরের ঢাবি সভাপতি আবু সাদিক কায়েম, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর ঢাবি সভাপতি নুজিয়া হাসিন রাশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক, ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি মেঘমল্লার বসু। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদারও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত শনিবার জগন্নাথ হলে প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিজ্ঞপ্তি

ঢাবি ভিসির জগন্নাথ হল পরিদর্শন

ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত শনিবার সন্ধ্যায় জগন্নাথ হল পরিদর্শন করেছেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুলাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে উপাচার্য দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিজ্ঞপ্তি

উপাচার্য বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণিপেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। সৌহার্দ বিতর্ক প্রতিযোগিতা : সৌহার্দের আলো ছড়াতে গত বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ হলে '২য় সৌহার্দ বিতর্ক প্রতিযোগিতা' শুরু হয়। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২টি বিতর্ক দল এতে অংশ নেয়। জগন্নাথ হল বিতর্ক ক্লাব 'বিতর্ক একটি তার্কিক সংগঠন' এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

এ প্রতিযোগিতায় বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্কে মাতেন বিতার্কিকরা। গতকাল জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে '২য় সৌহার্দ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৪' এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী রবিবার আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী রবিবার উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ।

প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য মানুষের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই জরুরি। বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থীরা সমাজে পরমতসহিষ্ণুতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি

গড়ে তুলতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২৪ এর জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

◉ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ডেস্ক :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৭ নভেম্বর ২০২৪ বুধবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসূর চাভুশী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান স্বাগত বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক মো. আহসানুল হাদী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে হৃদয় রায় ও জেরিন আফরোজ এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে মিতু আক্তার ও মো. খায়রুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো। সমৃদ্ধ এই ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় সহায়তার জন্য তিনি ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরান দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণের গভীর মেলবন্ধন রয়েছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া, ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের এমএ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

নয়া দিগন্ত

ঢাবি জহুরুল হক হলে বাঁধনের নবীনবরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ইউনিট বাঁধনের নবীনবরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা শনিবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ইউনিট বাঁধনের সভাপতি মো: জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: ফারুক শাহ, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন ও হল ইউনিট বাঁধনের উপদেষ্টা শিক্ষক মো: আনোয়ারুল আজিম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ■ ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

ঢাবি জহুরুল হক হলে

৩য় পৃষ্ঠার পর

মো: আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে হল ইউনিট বাঁধনের সর্বোচ্চ রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান এবং শ্রেষ্ঠ বাঁধন কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।